উন্নয়ন পরিকল্পনা

ইউনিট ১৩

ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মনে করা হয় উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা আশানুরূপ হয়নি। ফলে সত্তরের দশকের শেষ ভাগ থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনা তার গুরুত্ব হারাতে থাকে। বর্তমানে উন্নয়ন পরিকল্পনা পূর্বের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পাঠ - ১ : সংজ্ঞা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- উন্নয়ন পরিকল্পনার সংজ্ঞা বলতে পারবেন ;
- উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব বলতে পারবেন।

১. সংজ্ঞা

উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে দীর্ঘকালে অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমন্বিত করার জন্য সরকারের সচেতন প্রচেষ্টাকে বুঝায়। উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার উন্নয়নের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন অর্থনৈতিক চলক (যেমন – আয়, ভোগ, বিনিয়োগ, নিয়োগ, সঞ্চয়, আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদি) কে প্রভাবিত করতে, পরিচালনা করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। সহজভাবে বলা যায়, উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রণীত একটি দলিল।

২. উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব

কিছুকাল পূর্বে উন্নয়নের যন্ত্র হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব নিচে আলোচনা করা হল :

১. **বাজার ব্যর্থতা :** উন্নয়নশীল দেশের দ্রব্য ও উপাদানের বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক নয়। এমতাবস্থায় উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাজারের শক্তির উপর ছেড়ে দিলে সামাজিক কাম্য উৎপাদন ও বিনিয়োগ হয়না। উন্নয়ন পরিকল্পনা অর্থনীতির কাম্য উৎপাদন ও বিনিয়োগ নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

২. **সম্পদ সমাবেশ ও বরাদ্দকরণ :** উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক ও দক্ষ মানব সম্পদের পরিমাণ সীমিত। এই সীমিত সম্পদকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বোত্তম ব্যবহারে নিয়োজিত করা উচিত। বাজার শক্তির উপর ছেড়ে দিলে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হয় না। যেমন – বাজার শক্তি ধনীদের জন্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করে। এ অবস্থায় উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে বিনিয়োগের ক্ষেত্র বাছাই করে এবং বিনিয়োগ সমন্বয় করে যাতে সীমিত সম্পদ সবচেয়ে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয়।

৩. **মানসিক প্রভাব :** উন্নয়ন পরিকল্পনায় জাতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহের বিশদ বর্ণনা থাকে। এরূপ একটি দলিল মানুষের মনোভাবের উপর গুরুত্বপূর্ণ মানসিক প্রভাব ফেলে। তখন সরকারের পক্ষে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে দেশের সকল শ্রেণীর মানুষকে একত্রিত করা সম্ভব হয়। এর ফলে সরকারের পক্ষে দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষা বিস্তার, রোগ প্রতিরোধ প্রভৃতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা সহজ হয়। মানুষ তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, গোত্রীয় বিভেদ ভুলে গিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করতে পারে।

৪. **বৈদেশিক সাহায্য :** উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে কাজ করে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং বাছাইকৃত প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য সাহায্য পাওয়া সহজ হয়। দাতাদেরকে বোঝানো যায় যে তাদের দেয়া অর্থ দেশের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে ব্যবহার করা হবে। বস্তুতপক্ষে অনেক সমালোচক মনে করেন উন্নয়ন পরিকল্পনা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার হাতিয়ার বৈ কিছু নয়।

এ আলোচনা থেকে দেখা যায় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

উন্নয়নশীল পরিকল্পনা একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো সুনির্দিষ্ট সংখ্যাগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারের সচেতন প্রয়াস।

উন্নয়ন পরিকল্পনা (১) বাজার ব্যর্থতার জন্য অর্থনীতিতে কাম্য বিনিয়োগ ও উৎপাদন না হওয়ার সমস্যা দূর করে, (২) দেশের সীমিত আর্থিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে, (৩) মানুষকে তাদের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, গোত্রীয় ইত্যাদি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাধারণ লক্ষ্যে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং (৪) দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার পথ সুগম করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায়?

২. উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

পাঠ - ২ : স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কাকে বলে বলতে পারবেন।
- স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১৩.২ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা

সময়ের দিক থেকে বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন – স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।

সাধারণত ৪, ৫ বা ৬ বছর মেয়াদের পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বলা হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুবিধার জন্য এরূপ পরিকল্পনাকে ভেঙ্গে বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনার উদাহরণ।

সাধারণত ১৫, ২০, ২৫ বছর মেয়াদের পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা কোন দেশে থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের দীর্ঘমেয়াদী পরিপ্রেক্ষিত রচনা করা। দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য পর্যায়ক্রমে অর্জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাকে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় ভাগ করা হয়।

১৩.২.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের উৎস

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ বিভিন্ন উৎস থেকে আসতে পারে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় দু'টি খাত থাকে, যথা – সরকারী খাত ও বেসরকারী খাত। এই দুটি খাতের অর্থায়নের উৎসের প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন হয়। নিচে উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

১৩.২.২.১ সরকারী খাতের অর্থায়নের উৎস

সরকারী খাতের অর্থায়নের উৎসমূহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়, যথা – অভ্যন্তরীণ উৎস ও বৈদেশিক উৎস।

ক. অভ্যন্তরীণ উৎস

১. রাজস্ব উদ্বৃত্ত বলতে রাজস্ব আয় ও রাজস্ব ব্যয়ের পার্থক্যকে বুঝায়। একে সাকারী সঞ্চয়ও বলা যায়। রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের অন্যতম প্রধান উৎস।

২. সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের জন্য বিদ্যমান করের হার বৃদ্ধি ও নতুন কর আরোপ করতে পারে বা বিদ্যমান করের আওতা বাড়াতে পারে। যেমন – ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মূল্য সংযোজন কর চালু করা হয়। পরবর্তীকালে এই করের আওতা বাড়ানো হয়েছে।

৩. নীট মূলধন আয় বলতে সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক আমানত তহবিলের অধীনের আমানত প্রভৃতি থেকে নীট আয়কে বুঝায়। নীট মূলধন আয় অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।

৪. স্বশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব আয় থেকে উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু অর্থায়ন হয়ে থাকে। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আয় পরিকল্পনার অর্থায়নে ব্যবহার করা হয়।

৫. ঘাটতি ব্যয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সরকারের স্বাভাবিক উৎসসমূহ থেকে আয় উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের জন্য যথেষ্ট হয় না। এ অবস্থায় সরকার বন্ড বিক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে বা বেসরকারী খাত থেকে ঋণ নেয়। একে ঘাটতি ব্যয় বলে। তবে কোন কোন দেশে শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ ঘাটতি ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট থেকে ঋণ দেশের মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করে। যদি এরূপ ঋণের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে দেশে দামস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

খ. বৈদেশিক উৎস

উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের একটি বড় অংশ বৈদেশিক উৎস থেকে আসে। বৈদেশিক সরকারী সাহায্য সাধারণত রেয়াতী শর্তে (বা সহজ শর্তে) দেয়া হয়। অর্থাৎ এ সাহায্য অনুদান হতে পারে যা এককালীন দিয়ে দেয়া হয় বা ঋণ হতে পারে যা আন্তর্জাতিক মূলধন বাজার থেকে নিলে যে শর্তে নিতে হত তার চেয়ে কম সুদের হারে ও দীর্ঘ পরিশোধকালের জন্য দেয়া হয়। সরকার অনেক সময় বাণিজ্যিক শর্তেও ঋণ নেয়। যেমন – রপ্তানি ঋণ, ইকুইটি বিনিয়োগ এবং বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক থেকে কঠিন শর্তে ঋণ। রেয়াতী ঋণকে সাধারণত সরকারী উন্নয়ন সাহায্য বলে বা বৈদেশিক সাহায্য বলে।

২. বেসরকারী খাতের অর্থায়ন

বেসরকারী খাতের অর্থায়ন ব্যক্তিগত সঞ্চয় অথবা ঋণ থেকে হয়। অসংগঠিত মুদ্রা বাজার, ব্যাংকিং খাত, অব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি উৎস থেকে বেসরকারী খাত ঋণ পায়। এছাড়া কোন কোন প্রকল্পে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

৪, ৫ বা ৬ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাকে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা ও ১৫, ২০ ও ২৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বলে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের উৎস সরকারী ও বেসরকারী খাতের জন্য ভিন্ন হয়। সরকারী খাতে অভ্যন্তরীণ উৎস ও বৈদেশিক উৎস থেকে অর্থায়ন হয়। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে রাজস্ব উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত কর আরোপ, নীট মূলধন আয়, স্বশাসিত সংস্থা ও সরকারী বিভাগের নিজস্ব অর্থায়ন ও ঘাটতি ব্যয় অন্তর্ভুক্ত। বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ অনুদান, সহজ শর্তে ঋণ বা কঠিন শর্তে ঋণ হতে পারে অথবা বাণিজ্যিক শর্তে ঋণ হতে পারে।

বেসরকারী খাত নিজস্ব সঞ্চয় দ্বারা বা বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ নিয়ে অর্থায়ন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের অভ্যন্তরীণ উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

পাঠ - ৩ : বাংলাদেশে পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা : সফলতা ও ব্যর্থতা, ব্যর্থতার কারণসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- বাংলাদেশের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণসমূহ বলতে পারবেন।

১৩.৩.১ বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশের সূচনাকাল থেকে সে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়। এরপর ১৯৭৮ - ৮০ সময়কাল একটি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকর থাকে। ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হয় এবং পরপর এরূপ তিনটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ (১৯৯০-৯৫) শেষে আর কোন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু না করে অর্থনীতিকে একটি অংশীদারিত্বমূলক প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (১৯৯৫-২০১০) আওতায় আনা হয়। কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপযোগিতা পুনরায় উপলব্ধি করে ১৯৯৭ - ২০০২ মেয়াদের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ করা হয়।

১. প্রত্যেক পরিকল্পনায় মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হারের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৫ এর বেশি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ পরিকল্পনাকালে এই হার শতকরা ৩.৮ থেকে ৪.১৫ এর মধ্যে সীমিত থাকে।

২. মাথাপিছু গড় আয় ১৯৭২/৭৩ সালের তুলনায় ১৯৯৬/৯৭ সালে দ্বিগুণের বেশি বেড়েছে। এ সঙ্গে দেশে দারিদ্র পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হয়েছে। ফলে জনসংখ্যার ৮৩% দারিদ্র সীমার নিচে ছিল। তা কমে ১৯৯৬ সালে দাঁড়ায় ৪৫.৮% এ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্থনীতিতে এখনও ব্যাপক দারিদ্র রয়েছে। অন্যদিকে আয় বন্টনে বৈষম্য বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

৩. বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর ফলে বেকারত্বের হার কিছুটা হ্রাস পায়, যথা – ১৯৭২/৭৩ সালে বেকারত্বের হার ছিল ৩৮.৮%, ১৯৯৬-৯৭ সালে তা কমে ২৭.০% এ দাঁড়ায়। অর্থাৎ অর্থনীতিতে ব্যাপক বেকারত্ব অব্যাহত থাকে।

৪. পরিবার পরিকল্পনা ও পরিবার কল্যাণে লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৭১ সালের ২.৫% থেকে নেমে ১৯৯৬ সালে ১.৮% এ দাঁড়িয়েছে। গড় প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল ১৯৭০ সালে ছিল ৪৫ বছর, তা বেড়ে ১৯৯৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৫৮ বছর।

১৯৭৫ সালে জনসংখ্যার ৫৬% নিরাপদ পানীয় জল ভোগ করত, ১৯৯৬ সালে ৯০% লোক এই সুবিধা ভোগ করে। শিক্ষাখাতে বেশ অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। যেমন বয়স্ক শিক্ষার হার ১৯৭৪ সালে ছিল ২৫.৪০%, ১৯৯১ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩৫.৩০% এ। এ উন্নতি সত্ত্বেও অবশ্য দেশের বেশিরভাগ লোক এখনও নিরক্ষর থেকে গেছে।

৫. দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহে লক্ষ্যণীয় উন্নতি ঘটেছে। দেশজ সঞ্চয়ের হার ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল – ১.৯২%, তা বেড়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে দাঁড়িয়েছে ৭.৭০% এ। একই সময়ে জাতীয় সঞ্চয়ের হার – ২.৭৭% থেকে বেড়ে ১৪.৬৩% এ দাঁড়িয়েছে। বিনিয়োগের হার ৩.০১% থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭.৩৭% এ। এ উন্নতি সত্ত্বেও বাংলাদেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার পার্শ্ববর্তী উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। এর ফলে দেশে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হার কম।

দেশে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মোট ব্যয়ের শতকরা ৬০ ভাগ অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও শতকরা ৪০ ভাগ বৈদেশিক উৎস হতে

আহরণের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়। অবশেষে পরিকল্পনা শেষে দেখা যায় এই নির্ভরশীলতা বেড়ে শতকরা ৭৭ ভাগে দাঁড়িয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়ে শতকরা ২২ ভাগে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় পরিকল্পনাকালে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। সার্বিকভাবে নিম্ন মাথাপিছু দারিদ্রের আপাতন, নিম্ন শিক্ষার হার, আয় বন্টনে বৈষম্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হিসেবে এখনও বিদ্যমান। তাছাড়া প্রত্যেক পরিকল্পনায় যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয় তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূরণ হয়নি।

১৩.৩.৩ পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণসমূহ

বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় পরিকল্পনা কোন কোন ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে, আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেরূপ সফলতা অর্জন করতে পারেনি। পরিকল্পনার এই ব্যর্থতার জন্য কিছু কারণ কাজ করেছে। নিচে এই কারণসমূহ আলোচনা করা হল।

১. বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা লেগেই আছে। ইতিমধ্যে দুজন প্রেসিডেন্টকে হত্যা করা হয়েছে এবং কয়েকবার সামরিক অভ্যুত্থান ও প্রতি অভ্যুত্থান হয়েছে। এছাড়া দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, হরতাল ইত্যাদি লেগেই আছে। এসবের ফলে দেশে সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির পরিবেশ নষ্ট হয়েছে।

২. বাংলাদেশ উদার বৈদেশিক সাহায্য লাভ করেছে। কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ ও সাহায্য প্রদানের ধরন উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। প্রথমত, বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ উঠানামা করে, ফলে পরিকল্পনায় অনিশ্চিয়তার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে পণ্য সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় এ সাহায্য থেকে গঠিত প্রতিরূপ তহবিলের পরিমাণ কমে গেছে এবং এ তহবিল দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়ন কমে গেছে।

৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন – বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতির ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হলে সরকারী তহবিলের কিছুটা বিনিয়োগ থেকে সরিয়ে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যক্তিগত সম্পদ, ফসল, গবাদি পশু, কলকব্জা ক্ষতিগ্রস্থ হলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হ্রাস পায়। এর ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্বলতা দেখা যায়। সরকারী প্রকল্পসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময়মত সম্পূর্ণ হয় না।

৫. সরকারী প্রশাসন যন্ত্রে সুশাসনের অভাব রয়েছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং দুর্নীতির ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সফলতা ও ব্যর্থতার চমৎকার নিদর্শন। পরিকল্পনার ব্যর্থতার প্রধান কারণগুলো হল : ১. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, ২. বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ হ্রাস, ৩. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ৪. প্রকল্প বাস্তবায়নে দুর্বলতা ও ৫. দেশে সুশাসনের অভাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে পরিকল্পনার ব্যর্থতার কারণগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

নমুনা প্রশ্ন

অর্থনীতি

দ্বিতীয় পত্র

বিষয় কোড : HSC-2803

সময়- ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান - ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

ক বিভাগ - রচনামূলক প্রশ্ন

(যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের দিন)

মান- ১২৫×৫ = ৬০

নম্বর

১। সরকারি অর্থব্যবস্থা কি? সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

২। করের সংজ্ঞা দিন। করের উদ্দেশ্যগুলো কি? করের কানুনগুলো বর্ণনা করুন। ২+৪+৬=১২

৩। বাজেট কি? বাজেট কত প্রকার ও কি কি? বাজেটের গুরুত্ব আলোচনা করুন। ২+৪+৬=১২

৪। অর্থ কাকে বলে? অর্থনীতিতে অর্থেও কার্যাবলি আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

৫। মুদ্রাস্ফীতি কি কি কারণে ঘটে? মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল আলোচনা করুন। ৬+৬=১২

৬। উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন। বাংলাদেশ উন্নত, অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ-যুক্তিসহ আলোচনা করুন। ৫+৭=১২

৭। বাংলাদেশের পরিবহন খাতের সমস্যাগুলি আলোচনা করুন এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করুন। ৬+৬=১২

৮। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংজ্ঞা লিখুন। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলিসমূহ আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

৯। সমালোচনাসহ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি বর্ণনা করুন। ১২

১০। উন্নয়ন পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায়? উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব আলোচনা করুন। ৩+৯=১২

খ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত উত্তরপ্রশ্ন

(যে কোন আটটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

মান - ৫×৮ = ৪০

নম্বর

১। (ক) GDP ও GNP বলতে কি বোঝায়? ৫

(খ) দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলতে কি বুঝায়? ৫

(গ) মানুষ কি কি উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা অনুভব করে? সংক্ষেপে লিখুন। ৫

(ঘ) সরকারি ব্যয় কি? উদাহরণসহ লিখুন। ৫

(ঙ) বীমা কি? ৫

(চ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন। ৫

(ছ) বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের সমস্যাগুলো কি কি? ৫

(জ) কৃষির আধুনিকীকরণ বলতে কি বুঝায়? ৫

(ঝ) বৃহদায়তন, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প বলতে কি বুঝায়? ৫

(ঞ) স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকার কি? ৫

(ট) পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব লিখুন। ৫

(ঠ) বাংলাদেশে বিদ্যমান বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৫

(ড) হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স (HDI) কি? ৫

(ঢ) শেয়ার বাজার কি? ৫

(ণ) দেশের শিল্পায়নে বেসরকারি খাতের ভূমিকা সংক্ষেপে লিখুন। ৫

(ত) অবকাঠামো কি? ৫